৪৬৬
(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

স্যানফ্রান্সিস্কো
১২ই মার্চ, ১৯০০

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার এক পত্র পূর্বে পাই। শরতের এক পত্র কাল পেয়েছি। তাঁর জন্মোৎসবের[১] নিমন্ত্রণপত্র দেখলাম। শরতের বাতের কথা শুনে ভয় হয়। রাম রাম! খালি রোগ শোক যন্ত্রণা সঙ্গে আছে দু-বছর। শরৎকে বলো যে, আমি বেশি খাটছি না আর। তবে পেটের খাওয়ার মতো না খাটলে শুকিয়ে মরতে হবে যে! ... দুর্গাপ্রসন্ন পাঁচিলের যা হয় অবশ্যই এতদিনে করে দিয়েছে। ... পাঁচিল তোলা কিছু হাঙ্গাম তো নয়। ... পারি তো সেই জায়গাটায় একটা ছোট বাড়ি বানিয়ে নিয়ে বুড়ো দিদিমা ও মা-র কিছুদিন সেবা করব। দুষ্কর্ম কাউকেই ছাড়ে না, মা কাউকেই সাজা দিতে ছাড়েন না। আমার কর্ম ভুগে নিলুম। এখন তোমরা সাধু মহাপুরুষ লোক -- মায়ের কাছে একটু বলবে ভাই, যে আর এ হাঙ্গাম আমার ঘাড়ে না থাকে। আমি এখন চাচ্ছি একটু শান্তি; আর কাজকর্মের বোঝা বইবার শক্তি যেন নাই। বিরাম এবং শান্তি -- যে কটা দিন বাঁচব, সেই কটা দিন। জয় গুরু, জয় শ্রীগুরু!

লেকচার ফেকচার কিছুই নয়। শান্তিঃ! মঠ-(এর) ট্রাস্ট-ডীড শরৎ পাঠিয়া দিলেই সই করে দিই। তোমরা সব দেখ। আমি সত্য সত্য বিশ্রাম চাই। এ রোগের নাম Neurosthenia -- এ স্নায়ুরোগ। এ একবার হলে বৎসর কতক থাকে। তবে দু-চার বৎসর একদম rest (বিশ্রাম) হলে সেরে যায়। ... এ দেশ ঐ রোগের ঘর। এইখান থেকে উনি ঘাড়ে চড়েছেন। তবে উনি মারাত্মক হওয়া দূরে থাকুক, দীর্ঘ জীবন দেন। আমার জন্য ভেবো না। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে যাব। গুরুদেবের কাজ এগোচ্ছে না -- এই দুঃখ। তাঁর কাজ কিছুই আমার দ্বারা হল না -- এই আপসোস! তোমাদের কত গাল দিই, কটু বলি -- আমি মহা নরাধম! আজ তাঁর জন্মদিনে তোমাদের পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও -- আমার মন স্থির হয়ে যাবে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। ত্বমেব শরণং মম, ত্বমেব শরণং মম (তুমিই আমার শরণ, তুমিই আমার শরণ)। এখন মন স্থির আছে, বলে রাখি। এই চিরকালের মনের ভাব। এ ছাড়া যেগুলো আসে, সেগুলো রোগ জানবে। আর আমায় কাজ করতে একদম দিও না। আমি এখন চুপ করে ধ্যান জপ করব কিছুকাল -- এই মাত্র। তারপর মা জানেন। জয় জগদম্বে!

বিবেকানন্দ

[১] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের